HUNTER COMMISION (1882)

SEMESTER-3 (HONS)

HMV

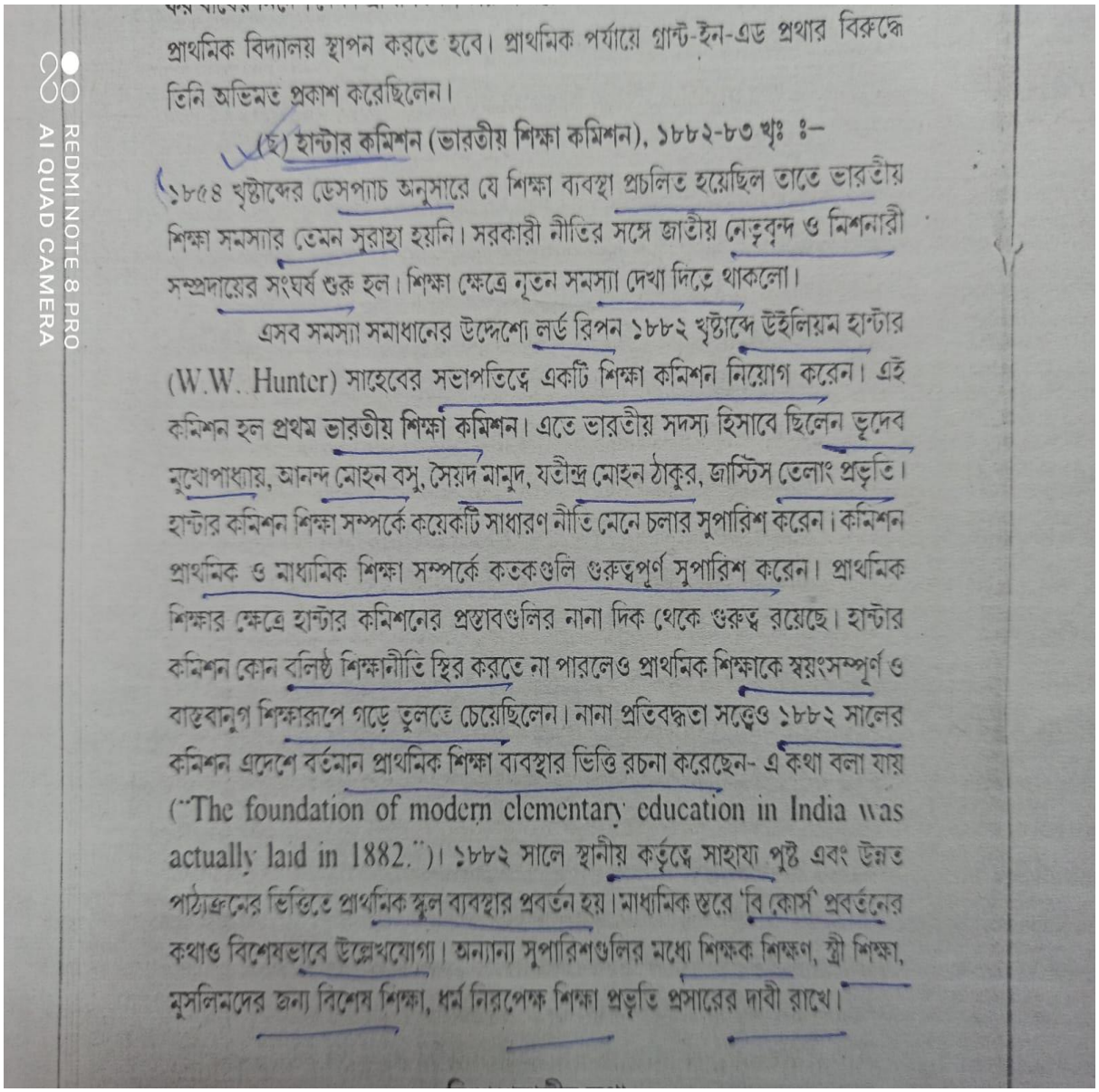

প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার বিরুদ্ধে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

(ছ) হান্টার কমিশন (ভারতীয় শিক্ষা কমিশন), ১৮৮২-৮৩ খৃঃ :—

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ডেসপ্যাচ অনুসারে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল তাতে ভারতীয় শিক্ষা সমস্যার তেমন সুরাহা হয়নি। সরকারী নীতির সঙ্গে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও মিশনারী সম্প্রদায়ের সংঘর্ষ শুরু হল। শিক্ষা ক্ষেত্রে নূতন সমস্যা দেখা দিতে থাকলো।

এসব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে লর্ড রিপন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম হান্টার (W.W. Hunter) সাহেবের সভাপতিত্বে একটি শিক্ষা কমিশন নিয়োগ করেন। এই কমিশন হল প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন। এতে ভারতীয় সদস্য হিসাবে ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দ মোহন বসু, সৈয়দ মামুদ, যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর, জাস্টিস তেলাং প্রভৃতি। হান্টার কমিশন শিক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ নীতি মেনে চলার সুপারিশ করেন। কমিশন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হান্টার কমিশনের প্রস্তাবগুলির নানা দিক থেকে গুরুত্ব রয়েছে। হান্টার কমিশন কোন বলিষ্ঠ শিক্ষানীতি স্থির করতে না পারলেও প্রাথমিক শিক্ষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বাস্তবানুগ শিক্ষারূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও ১৮৮২ সালের কমিশন এদেশে বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করেছেন- এ কথা বলা যায় ("The foundation of modern elementary education in India was actually laid in 1882.")। ১৮৮২ সালে স্থানীয় কর্তৃত্বে সাহায্য পুষ্ট এবং উন্নত পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে প্রাথমিক স্কুল ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। মাধ্যমিক স্তরে 'বি কোর্স' প্রবর্তনের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য সুপারিশগুলির মধ্যে শিক্ষক শিক্ষণ, স্ত্রী শিক্ষা, মুসলিমদের জন্য বিশেষ শিক্ষা, ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রভৃতি প্রসারের দাবী রাখে।

প্রথম শিক্ষা কমিশনের পটভূমি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে নীতিগত সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। দেশজ বিদ্যালয়ের প্রতি সরকারী মনোভাব, শিক্ষার জন্য সেস কিংবা কর ব্যবস্থা, সরকারী অর্থ ভাণ্ডারের উপর প্রাথমিক শিক্ষার দাবি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মিশনারীদের স্থান সম্পর্কে বিতণ্ডা সৃষ্টি হয়।

উডের ডেসপ্যাচে মিশনারীদের একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত হয়নি এবং সরকার শিক্ষাক্ষেত্র থেকে হাত গুটিয়ে নেয়নি বলে মিশনারীরা ছিলেন ক্ষুব্ধ হয়ে। ধর্মনিরপেক্ষতাকে তাঁরা সুস্থ মনে গ্রহণ করেননি। উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয়দের মধ্যে ব্যাপকহারে ধর্মান্তরীকরণ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং নতুন করে প্রাথমিক শিক্ষা এবং স্ত্রী শিক্ষার দিকে তাঁরা নজর দিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, স্কুল পরিদর্শন, সাহায্য বণ্টন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী বিদ্যালয়ের প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মিশনারীরা ইংল্যান্ডে বার্তা পাঠালেন হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে। তাঁদের সমর্থনে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত General Council of Education in India ইংল্যান্ডে আন্দোলন শুরু করলেন।

এদিকে ভারতীয় বেসরকারী বিদ্যালয়ে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ও প্রসার বৃদ্ধির দাবি উঠল। সাহায্যদান পদ্ধতি সম্পর্কেও নানা অভিযোগ উঠল। এই পরিবেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাটি পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন হল। গঠিত হল W. W. Hunter-এর নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন (১৮৮১-৮২)। এই কমিশনে মিশনারী ও ভারতীয়রাও থাকলেন। এটিই প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন। কমিশনের কাজ হল সরকারী, মিশনারী ও ভারতীয় প্রয়াসের গুরুত্ব ও স্থান নির্ণয় করা ; প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, মুসলিম শিক্ষা ও অনুন্নত সম্প্রদায়সমূহের শিক্ষা এবং দেশজ বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অভিমত জ্ঞাপন করা। তাছাড়া ধর্মীয় শিক্ষা, পাঠ্য পুস্তক, ভাষা শিক্ষা, শিক্ষক যোগানের সমস্যাও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হল। সর্বোপরি শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান এবং প্রশাসনের কথাও কমিশনকে ভাবতে হল। কমিশনকে তাই অনুসন্ধান করতে হল যে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের নীতি কতটা কার্যকরী হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং ইউরোপীয়দের শিক্ষাকে কমিশনের আওতার বাইরে রাখা হলেও প্রসঙ্গক্রমে কমিশনকে কোন কোন ক্ষেত্রে অভিমত ব্যক্ত করতে হয়েছে।

হান্টার কমিশনের রিপোর্ট

কমিশনের রিপোর্টে বলা হল যে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের নির্দেশ কোথাও যথাযথ পালন করা হয়নি। কমিশন তাই নতুন করে পরামর্শ দিলেন যে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রটি বেসরকারী উদ্যমের কাছে পুরোপুরি হস্তান্তরের জন্য ক্রমে ক্রমে সরকারকে হাত গুটোতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারকে এখনই সরে আসতে হবে। আরও উদার ভিত্তিতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য দিতে হবে। সাহায্যদানের বেলায় টালবাহানা এবং পক্ষপাতিত্বের অবসান করতে হবে। এজন্য সাহায্যদান বিধি (Grant in Aid Code) পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

ধর্মশিক্ষা ও মিশনারীদের দাবি সম্পর্কে বলা হল যে ধর্মনিরপেক্ষতাই হবে শিক্ষানীতি। সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হবে না। বেসরকারী বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

হলেও সে শিক্ষায় যোগদান ছাত্রদের পক্ষে বাধ্যতামূলক হবে না। এই বাবদে সরকারী সাহায্যও দেওয়া হবে না। সরকারী অথবা সাহায্যপুষ্ট বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার প্রয়োজন মিটবে নীতিবোধ সংক্রান্ত পাঠ্য পুস্তক এবং মানুষ ও নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে পাঠদানের মাধ্যমে। পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতিতে মিশনারীদের একচেটিয়া দাবি অগ্রাহ্য করে 'স্কুল পুস্তক সমিতি'র (School Book Society) উপরই এ-ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হল। সুতরাং এই তিনটি বিষয়েই মিশনারীদের পরাজয় ঘটল। সর্বোপরি কমিশন পরিষ্কার মন্তব্য করলেন যে বেসরকারী উদ্যম বলতে বোঝায় বেসরকারী ভারতীয় উদ্যম এবং ভারতীয় উদ্যমই বেসরকারী ক্ষেত্রে প্রাধান্য ভোগ করবে।

কমিশন প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষার দাবি দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করলেন। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে (Middle School Stage) স্কুল কর্তৃপক্ষকে ইংরাজী অথবা মাতৃভাষার মধ্যে বাছাই করার অধিকার দেওয়া হল। মাধ্যমিক স্তর সম্পর্কে কোন পরিচ্ছন্ন অভিমত ব্যক্ত করা হল না। অর্থাৎ প্রচলিত ইংরাজী মাধ্যমকেই পরোক্ষে স্বীকার করা হল। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে ইংরাজীর প্রাধান্য থেকে যাওয়ায় নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করা স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষে অসম্ভবই হল। পরিণামে তাই ইংরাজীর প্রাধান্যই রয়ে গেল। মাতৃভাষায় হাই স্কুলের পরিকল্পনা কার্যত পরিত্যক্ত হল।

অন্যান্য কয়েকটি বিষয়েও কমিশন উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেন। আরও বেশি শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা এবং শিক্ষণকে স্থায়ী চাকরির পূর্বশর্ত করবার কথা বলা হয়। মুসলিমদের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা, নারী শিক্ষার জন্য উদার সাহায্য, শিক্ষিকা নিয়োগ, মহিলা শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং পৃথক পরিদর্শন বিভাগ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কমিশনের সুপারিশগুলির উল্লেখযোগ্য দিক।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান হল বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রমের সুপারিশ। 'এ' কোর্স এবং 'বি' কোর্স নামে অভিহিত করে মাধ্যমিক স্তরে সমতুল্য দুইটি পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের প্রস্তাব করা হয়। উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে অব্যবহারিক মনন-ভিত্তিক পাঠ্যক্রমই হবে 'এ' কোর্সের বৈশিষ্ট্য। আর 'বি' কোর্সের বৈশিষ্ট্য হবে কর্মভিত্তিক ব্যবহারিক পাঠ্যক্রম। বিজ্ঞান, অংকন প্রভৃতিকে পাঠ্যক্রমে গ্রহণের কথা বলা হয়। তাছাড়া বাণিজ্যিক বিষয়সমূহও 'বি' কোর্সের মধ্যে স্থান পাবে। উল্লেখযোগ্য যে প্রায় শতাব্দী প্রাচীন পুঁথিগত এবং একমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার ঐতিহ্যের বদলে বহুমুখীনতার চেতনা এইখান থেকেই যাত্রা শুরু করল। তদানীন্তন পরিবেশে চেতনার এই ফলশ্রুতি হল সামান্য, কিন্তু ভবিষ্যতের নির্দেশ রচিত হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনের প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলার এক্তিয়ার না থাকলেও মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে সুপারিশের জের টেনে উচ্চ শিক্ষার স্তরেও বিভিন্নমুখী পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের কথা বলা হয়।

হাণ্টার কমিশনের সুপারিশগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুদূরপ্রসারী হয় প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তব্য। কমিশন বলেন এ-দেশের অধিবাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং দেশীয় প্রথায় পরিচালিত স্কুলকেই দেশজ স্কুল বলে ধরা হবে। এই ধরনের বিদ্যালয়ের রয়েছে জীবনীশক্তি এবং জনপ্রিয়তা। সুতরাং এগুলি সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে গ্রহণ করার এবং সরকারী উৎসাহ পাওয়ার যোগ্য। তবে সেক্ষেত্রে এইসব স্কুল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

সকলের কাছে উন্মুক্ত থাকবে। চাকরির ক্ষেত্রে সাক্ষরতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার সুপারিশ করে কমিশন বলেন যে, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য [illegible] বেশি সরকারী সাহায্য প্রয়োজন। বিশেষ করে পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও জনসমষ্টির দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তাছাড়া ভারতীয় পরিদর্শক নিয়োগ এবং প্রশাসনের নিয়মবিধিরও সংস্কার প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত উন্নতির জন্য কমিশন বিস্তারিত সুপারিশ করেন। এ-শিক্ষার মাধ্যম হবে অবশ্যই মাতৃভাষা। ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতির সহায়ক পাঠ্যবস্তু পাঠ্যক্রমে গ্রহণ করতে হবে। পাঠ্যক্রমে স্থান পাবে গণিত, হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি, পরিমাণ ও ক্ষেত্র বিজ্ঞান (Mensuration), প্রকৃতি বিজ্ঞান, কৃষি, হস্তশিল্প, স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা প্রভৃতি। কৃষি ও বিজ্ঞানে ব্যবহারিক শিক্ষাদানও বাঞ্ছনীয়। পাঠ্যক্রমের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য উন্নত পাঠ্যপুস্তক রচনা প্রয়োজন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষই পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করবেন। শিক্ষার মান এবং পাঠ্যক্রমেও নমনীয়তা থাকা দরকার। স্কুলগুলি হবে স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য আরও ভাল শিক্ষক ও তাঁদের শিক্ষণ প্রয়োজন। সুতরাং আরও বেশি নর্ম্যাল স্কুল দরকার।

প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন সম্বন্ধেও কমিশন গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন। পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সর্বাঙ্গীন নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব লোকাল বোর্ড প্রমুখ স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করার সুপারিশ করা হয়। সেস্ থেকে আদায় করা স্থানীয় অর্থ কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ বহন করা হবে সরকারী সাহায্য থেকে। সরকারী সাহায্যও যেন কেবল শহরমুখী না হয় এই উদ্দেশ্যে কমিশন গ্রাম ও শহরের জন্য পৃথক বরাদ্দের সুপারিশ করেন। বিদ্যালয় পরিদর্শন ও শিক্ষণের সম্পূর্ণ ব্যয় বহন করবেন প্রাদেশিক সরকার।

সুতরাং সুপারিশের মূল কথা হল সরকারী সাহায্যপুষ্ট স্থানীয় দায়িত্ব। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে হাণ্টার কমিশন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলতে পারলেন না। তাছাড়া সরকারী সাহায্যও হবে 'পরীক্ষার ফলাফল' সাপেক্ষ। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় নমনীয়তা, বৈচিত্র্য, প্রসার এবং জীবন-সংযোগের কথা বললেও কমিশনের শেষোক্ত সুপারিশ হল ঐ সবকিছুর নেতিমূলক।

মূল্যায়নঃ হাণ্টার কমিশনের মূল্যায়ন করতে হলে এর নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় দিকই দেখতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষায় বেসরকারী প্রাধান্য এবং প্রাথমিক স্তরে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে সরকারী দায়িত্ব সংকোচনের প্রচেষ্টাই প্রথমে লক্ষণীয়। কিন্তু স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষমতা এবং আয়ের উৎস হল সীমাবদ্ধ। এরই জন্যে আশানুরূপ ফল হল না। তাছাড়া দেশজ বিদ্যালয়ের প্রতি দরদ মূলত কাগজে কলমেই রইল। ভাষার প্রশ্নেও কমিশন মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যাপকতর প্রসার করতে পারলেন না। মিশনারীদের বহু অধিকার অস্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁদের ধর্মভিত্তিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অধিকার দেওয়া হল। সর্বোপরি ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্য দানের নীতি শিক্ষা প্রসারকেই ব্যাহত করল।

অপরদিকে ইতিবাচক দিকের পক্ষেও অনেক কিছু বলার আছে। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিবিধ পাঠ্যক্রমের এবং মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে দ্বিমুখী শিক্ষার সুপারিশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নারী শিক্ষা, মুসলিম শিক্ষা, পশ্চাৎপদের শিক্ষা, শিক্ষক শিক্ষণ প্রভৃতির সুপারিশও

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA

সমগুরুত্বসম্পন্ন। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির পুনরুল্লেখের ফলে এই সম্পর্কে আর বিতর্কের অবকাশ রইল না। প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে পাঠ্যক্রমের আধুনিকীকরণ, পাঠ্যপুস্তকের উন্নয়ন, নমনীয় প্রশাসন, স্থানীয় পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের ফলে গণশিক্ষার পথ প্রশস্ত হয়। সর্বোপরি বেসরকারী ভারতীয় উদ্যোগের প্রাধান্য স্বীকৃতির ফলে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের পথ উন্মুক্ত হয়।

সুপারিশের ফলশ্রুতি ঃ হাণ্টার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বেসরকারী উদ্যমের যে প্রসার ঘটে তা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়। এই সঙ্গে যুক্ত হয় ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সচেতনতা। ১৯০১-০২ খ্রীষ্টাব্দে তাই মিশনারী কলেজের সংখ্যা যেখানে ছিল ৩৭টি সেখানে ভারতীয় বেসরকারী কলেজ ছিল ৪২টি। উচ্চশিক্ষার আগ্রহ বাড়ল। বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ভিড় হল। কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষার সুযোগ না থাকায় প্রধানত মানবিক বিদ্যারই পরিমাণগত স্ফীতি হল। অবশ্য চিকিৎসা, আইন ও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি পেশাগত শিক্ষারও কিছু বিস্তার ঘটল।

তেমনই বিস্তার হল নারীশিক্ষার। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে মহিলা কলেজ ছিল ১টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৮১টি, প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৬০০টি এবং শিক্ষণ বিদ্যালয় ১৫টি, সেখানে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সংখ্যাগুলি দাঁড়াল যথাক্রমে ১২, ৪২২, ৫৩০৫ এবং ৪৫। আলিগড় আন্দোলনের সহায়তায় মুসলিম শিক্ষাও আধুনিক ধারায় অগ্রসর হতে লাগল।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, বোম্বাই, বাংলা, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে 'বি' কোর্স প্রচলিত হয়। কিন্তু এই পাঠক্রম তেমন সাফল্যমণ্ডিত হল না। ১৯০১-০২ খ্রীষ্টাব্দে 'এ' কোর্স পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৩০০০, আর 'বি' কোর্স পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ২০০০। এই অসাফল্যের জন্যে আমরাও কিঞ্চিৎ দায়ী। মানবিক বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহ আমাদের চিন্তা জগৎকে এমনভাবে গ্রাস করে ছিল যে ব্যবহারিক শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে আমরা তখনও ভাবতে পারিনি। চাকরির শিক্ষা ও বুদ্ধিজীবি পেশার শিক্ষাকেই শুধুমাত্র আমরা শিক্ষা বলে মনে করেছি। বেকার সমস্যার তীব্র দংশন তখনও শুরু হয়নি। তদুপরি দেশের শিল্প বাণিজ্যের ভিত্তি ছিল সংকীর্ণ। সুতরাং ব্যবহারিক শিক্ষার আগ্রহ ছিল সংকুচিত।

ব্যবহারিক শিক্ষার প্রসার না ঘটলেও হাণ্টার কমিশনের পরে সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার ঘটেছে যথেষ্ট। ১৮৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে যেখানে স্কুল ছিল ৩৯১৬টি, সেখানে ১৯০১-০২ খ্রীষ্টাব্দে হল ৫১২৪টি। এবং এর মধ্যে ভারতীয় বে-সরকারী উদ্যোগই প্রাধান্য পেল।

বস্তুত ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের উত্তরকালে মিশনারীরা পরাজয় মেনে নিলেন। তাঁরা এখন অনগ্রসর এবং উপজাতি ও পার্বত্য অঞ্চলে নতুন কর্মক্ষেত্রের সন্ধানে গেলেন। উচ্চমানের যে স্কুল ও কলেজগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেগুলিকে তাঁরা লালন করে চললেন মাত্র। সুতরাং মিশনারী সমস্যার সমাপ্তি ঘটল।

প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটল। লর্ড রিপনের আইনে নবগঠিত স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষার দায়িত্ব পেল। উচ্চশিক্ষাকে অবশ্য তাদের আওতার বাইরে রাখা হল। শিক্ষা বাবদ তাদের আয়ের উৎস সুনির্দিষ্ট করা হল। সরকারী সাহায্য বিধিও পরিবর্তিত হল। কিন্তু বেশজ সমস্ত বিদ্যালয়কেই প্রশাসনের অধীনে আনবার যে কথা বলা হয়েছিল, তা আর কার্যকর হল না। তার বদলে নতুন ধরনের স্কুল গড়ার দিকে

ঝোঁক পড়ল বেশি। দেশীয় পাঠশালাগুলি ক্রমে শুকিয়ে যেতে লাগল। স্থানীয় কর্তৃত্বে পরিচালিত স্কুলগুলিতে বাড়িঘরের উন্নতি হল। অপেক্ষাকৃত উন্নত পাঠ্যক্রম ও শিক্ষা-পদ্ধতি প্রচলিত হল, মেয়েরাও স্কুলে এল, কিছুসংখ্যক হরিজন শিশুকেও স্কুলে দেখা গেল এবং অপেক্ষাকৃত ভাল শিক্ষক নিয়োজিত হলেন। কিন্তু 'ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্যদান নীতি'র ফলে ছাত্রদের প্রতি ব্যক্তিগত নজর দেওয়ার অবকাশ রইল না। তার বদলে নির্দিষ্ট মান রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষা, কড়া প্রমোশন ও অপচয় বাড়ল। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার সংখ্যাগত প্রসার কিছু হলেও আশানুরূপ হল না।

তাছাড়া লর্ড রিপনই ঘোষণা করেছিলেন যে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বোঝায় না। বস্তুত এইসব প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা ছিল অতি সীমাবদ্ধ। এদের পরিচালকবর্গের অভিজ্ঞতা এবং আদর্শও ছিল সীমাবদ্ধ। জাতীয় চেতনার অগ্রগতির মুখে বিদেশী শাসকের 'কনসেশন' রূপে দেওয়া এইসব প্রতিষ্ঠান সহজে জনপ্রিয়ও হল না। বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিমাণও হল বিভিন্ন। অনেক প্রাদেশিক সরকারই কমিশনের আর্থিক সুপারিশগুলি অমান্য করেন। সুতরাং শিক্ষার জন্য বাড়তি বরাদ্দ অন্যান্য প্রয়োজনে কিংবা অন্যান্য স্তরের শিক্ষায় ব্যয়িত হল। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা মূলত দরিদ্রই রয়ে গেল।

তবুও মোটের উপর বলা চলে যে, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের কমিশন সম্পূর্ণ নতুন শিক্ষা নীতির অবতারণা না করলেও অনেকগুলি জটিলতা ভেঙ্গে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের দলিলের পরিপূরক হিসাবে কাজ করেছে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রসারের সুযোগ করে দিয়েছে। তদুপরি কয়েকটি দিকে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে। সর্বোপরি প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি এই কমিশন বিশেষ আলোকপাত করেছে। একথা বললে অতিশয়োক্তি হবে না যে আমাদের বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত্তি রচিত হয়েছিল ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে।